জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে থাকবে ৬০ হাজার সেনা, প্রশিক্ষণ পাবে দেড় লাখ পুলিশ

সংগৃহীত ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ৬০,০০০ সেনা সদস্যের পাশাপাশি ১.৫ লাখ পুলিশ সদস্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, নির্বাচনকালীন অবাধ তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেন্টার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ (২৮ জুলাই) রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নির্বাচনকালীন প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং বাহিনীগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে পররাষ্ট্র একাডেমিতে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম বলেন, “আইজিপি বৈঠকে জানিয়েছেন, নির্বাচন উপলক্ষে পুলিশের ১.৫ লাখ সদস্যকে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসজুড়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।”

তিনি আরও জানান, নির্বাচনকালীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনসংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেন্টার গঠনের পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের, যা নির্বাচনকালীন সময়ে তথ্য আদান-প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে।

এর আগে, ২৬ জুলাই যমুনায় ১৪টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস জানান, আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ও রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে।